

# শ্রী শ্রী ওঙ্কারনাথবৈদিকবিদ্যাপীঠম্

১৪৩১ বঙ্গাব্দস্য বার্ষিকসংস্কৃতপরীক্ষা

বিষয়ঃ – গীতাশাস্ত্রম্

তৃতীয়পত্রম্

পূর্ণাঙ্কঃ - ১০০

ক) দ্বিত্রৈঃ বাট্যৈঃ কেবলং বিংশতিপ্রশ্নাঃ সমাধেয়াঃ।

২০×২ = ৪০

১. ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিঃ কা ?
২. কীদৃশং সমত্বং যোগঃ উচ্যতে ?
৩. স্থিতপ্রজ্ঞঃ কঃ ?
৪. কতি গুণাঃ সন্তি ?
৫. পরধর্মঃ কিমর্থং ভয়াবহঃ ?
৬. কয়া পরম্পরয়া ইদং গীতাজ্ঞানম্ অর্জুনং প্রতি আগতম্ ?
৭. ঈশ্বরঃ কদা কদা আত্মানং সৃজতি ?
৮. কস্য পুনর্জন্ম ন ভবতি ?
৯. কিম্বিষং কথম্ আপ্নোতি ?
১০. ভোজনপ্রারম্ভে গীতায়্যঃ কঃ শ্লোকঃ উচ্চার্যতে ?
১১. যজ্ঞঃ কতিবিধঃ ?
১২. তত্ত্বজ্ঞানং কথং লভতে ?
১৩. নিত্যসন্ন্যাসী কঃ ?
১৪. তত্ত্ববিত্ কথম্ আচরতি ?
১৫. অষ্টধা অপরা প্রকৃতয়ঃ কে ?
১৬. কিদৃশী আত্মা বিনশ্যতি ?
১৭. কর্মসন্মাসঃ কঃ ?
১৮. আত্মশুদ্ধিঃ কথং ভবতি ?
১৯. “যোগক্ষেমং বহাম্যহম্” ইত্যস্য অর্থঃ কঃ ?
২০. তামসং কার্ষং কিম্ ?
২১. সাত্ত্বিকাহারাঃ কে ?
২২. শারিরং তপঃ কিম্ ?

খ) সংক্ষেপেণ কেবলং ষট্ প্রশ্নাঃ সমাধেয়াঃ।

৬×৫ = ৩০

১. “নিস্ত্রেণুগেয়া ভবর্জুনঃ” কঃ কিমর্থম্ এবমাদিষ্টবান্ ?
২. সাংখ্যযোগানুসারং বুদ্ধেঃ স্বরূপং নিরূপয়ত।
৩. ইন্দ্রিয়য়ংযমঃ কথং সম্ভবতি ?
৪. কর্মণঃ গতিঃ কিমর্থং গহনা ?
৫. “ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি” কিমর্থং ভগবদ্ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি ?
৬. ভগবতঃ দৈবী মায়্যা কিমর্থম্ অনুল্লঙ্ঘনীয়্যা ?
৭. জ্ঞানযোগেন ভগবত্প্রাপ্তিরূপায়ঃ কঃ ?

গ) বিস্তরেণ কেবলং প্রশ্নদ্বয়ং সমাধেয়ম্।

২×১০ = ২০

১. কিমর্থং কর্মণি এব অধিকারঃ ফলেষু কিমর্থং নেতি বিচার্যতাম্।
২. যজ্ঞস্য স্বরূপং বর্ণয়ত।
৩. “ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ” ইতি বাক্যানুসারং ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিঃ আলোচ্যতাম্।

ঘ) অধোলিখিতস্য অনুচ্ছেদস্য সংস্কৃতানুবাদঃ কার্যঃ।

১০

যে ব্যক্তি নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করে তার শরণাগত হয়, গীতা জ্ঞানের প্রবাহ স্বতঃই তার দিকে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ গীতার ভাব বোঝার জন্য শরণাগত হওয়া আবশ্যিক। অর্জুনও যখন ভগবানের শরণাগত হন, তখনই ভগবানের শ্রীমুখ থেকে গীতা প্রকটিত হয়। যার ফলে অর্জুনের মোহ দূর হয়ে তার স্মৃতি প্রাপ্তি ঘটে। “বাসুদেবঃসর্বম্” এই চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই হল গীতার চূড়ান্ত উপলক্ষি। এই অনুভবেই গীতার পূর্ণতা। এটিই প্রকৃত শরণাগতি। তাৎপর্য হল- ভক্ত যখন শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিসহ নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করেন, তখন শরণাগত ব্যক্তিটি (ভক্তের আর্মিত্ব) বিলুপ্ত হয়ে শুধুমাত্র শরণ্যই (ভগবান) বিরাজ করেন। যার ফলে আমি-তুমি-এই-সেই ইত্যাদি কোনোভাবেরই অস্তিত্ব থাকেনা।